আতশকাচে ফিনিক্স পাখির স্বপ্নভঙ্গ

সোনা কান্তি বড়ুয়া

মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমাদের জীবনের সংগ্রাম। দেহ নিয়ে জীবন আমাদের মরনশীল। সবার মনে বিশ্ববিধাতা বিরাজমান। মনকে ফাঁকি দেবার কোন জো নেই। পাছে লোকে কিছু বলে। উজ্বল ভাইয়ের (আবু সায়েদ হাসান) অকস্মাৎ মৃত্যুর পর তার ধর্মপত্নী রুমা "কেমনে রাখে আঁখি বারি চাপিয়া?" সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে টরন্টোতে এমন অঘটন না ঘটার কথা। কিন্তু কমিউনিটির লোকে বলে, "আয়ু যেন পদ্ম পত্রে নীর।" জীবনে এই আছি, এই নেই। "কী আশায় বাঁধি এ ঘর বেদনার বালুচরে। নিয়তি আমাদের জীবন নিয়ে নিশিদিন খেলা করে।" এই নরদেহে লোকভয় আমাদের প্রবাস জীবনের জন্য অন্তরায় নয়। তবু ও আমাদের "শক্তি মরে ভীতির কবলে, পাছে লোকে কিছু বলে।"

প্রবাসের খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ার এই আমাদের পৃথিবী। এর বাইরে ও জগত আছে, কিন্তু আমরা প্রবাসীরা তা 'স্টেটম্যান অব পারপাস' জেনে ও মানি না। ক্ষণিকের অমানবিক বিশ্বাসঘাতকতায় মানুষ একটি বিপন্ন প্রজাতি। "ধন্য আশা কুহিকীনি/ তোমার মায়ায়।/ মুগ্ধ মানবের মন, / মুগ্ধ ত্রিভূবন।" প্রবাস জীবনের স্বপ্ন আমাদের প্রতিদিনের চারিদিকে একটা মায়া মরীচিকাময় আলোর পর্দা খাটিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে কানাডা সবচেয়ে কাঙ্খিত দেশ। হাজার হাজার বাঙালীর বাস এখানে, সেখানে গড়ে উঠেছে ভিক্টোরিয়া সাবওয়েকে ঘিরে ড্যানফোর্থের মিনি বাংলাদেশ ও বাংলাবাজার। বদলে যাচ্ছে ড্যানফোর্থ, স্বাগতম প্রবাসী বাঙালীরা। অদৃষ্ঠের বিড়ম্বনায় টরন্টোর প্রবাসী বাঙালী সমাজে কোথায় তার ঘুন ধরেছে, কোথায় তার আত্মঅবহেলা, কিসে তার ভরাডুবি?

টরন্টোর তেইশ তলা বিল্ডিং থেকে পড়ে উজ্বলের মৃত্যু। উক্ত দুর্ঘটনার প্রথম প্রতিবেদন রচনা করেন সাপ্তাহিক সময় পত্রিকার সম্পাদক এবং এমপি প্রার্থী জনাব আলমগীর হুসাইন। আবু সায়েদ হাসান (উজ্বল ভাই) ২০০৮ সালের ১৪ই মে বিভীষিকাময় রাতে আনুমানিক সাড়ে নয়টায় ১০, টিসডেল পে, এর ২৩ তলা থেকে পড়ে গিয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমাদের কমিউনিটির প্রশ্নঃ "ইহা কি আত্মহত্যা? এমন মর্মান্তিক মৃত্যু রহস্য কি?"

উজ্বল ভাইয়ের শ্বশুর মারা গেলেন পহেলা মে। শ্বশুরের জন্য দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন করতে আলাপ আলোচনা করার জন্যে তাঁর বন্ধু আব্দুস সালামের (লায়ন) সাথে আলাপ করার জন্যেই এসেছিলেন উক্ত ২৩ তলার বন্ধুর বাসায়। সালামের স্ত্রীকে বলেছিলেন, "ভাবী চা করেন, আমি একটু সিগারেট ফুঁকতে বাইরের বেলকোনিতে যাচ্ছি।" বেশ কিছুক্ষণ ভেতরে না আসায় সালাম তাকে বেলকোনির বারান্দায় খুঁজতে যায়। সেখানে উজ্বল নেই। থাকবে না কোনদিন। উজ্বলের দেহ নীচে পড়ে আছে। সালাম পুলিশে ফোন করে। পুলিশ আসার পর কিছুই বলতে নারাজ।

রাত ১২ টায় উজ্বলের স্ত্রী রুমা কাজ থেকে বাড়ী এসে দেখে পুলিশ। তখনই রুমা বুঝতে পারলো তার স্বামী উজ্বল পৃথিবীতে আর বেঁচে নেই। তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান নাথান আর কোনদিন বাবা বলে ডাকবে না। উজ্বলের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যাবস্থা হচ্ছে। এই সংবাদ টরন্টোর বাঙালি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া বহে আনে। টরন্টো শহরে তার অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল উজ্বল। তার স্ত্রী রুমার স্মৃতির ঝাঁপিতে উজ্বলের অস্তিত্ব বিরাজমান এবং স্বামী হারা বেদনায় হৃদয় জর্জরিত। তার মন বলে, "কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীত হারা,
অমাবস্যার কা'রা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে!
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"

অনেকের প্রবাস জীবনের কারন কি আমরা জানি না। কিন্তু আমরা জানি একাত্তরে পরাধীনতার দুঃখ সমুদ্র মন্থন করে স্বাধীনতার যে দুর্লভ অমৃত খন্ড আমরা পেলাম, তা নিয়ে আজ দেবাসুরের যুদ্ধে সব লন্ড ভন্ড হয়ে গেল।

এক আকাশের নীচে অনেকের স্বপ্নে সম্মিলিত একটি হৃদয় বাংলাদেশ। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো আমরা ড্যানফোর্থকে মিনি বাংলাদেশ মনে করি। বাংলাদেশের সুখে দুঃখের সব ঢেউ ড্যানফোর্থে এসে লাগে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জোড়কলম শব্দটা বাংলাদেশে বসে যে ভাবে চোখের সামনে ভাসে, সেই অক্ষদ্রাঘিমা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে তার আদলটা বোঝা অত সহজ কাজ নয়। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু আজকাল ড্যানফোর্থের বাংলা নাটক ও সিনেমার ভিডিওতে বিরাজমান। আমাদের কমিউনিটিতে একতা না থাকলেও অনেক সমিতি আছে। মন্দির ও মসজিদ আছে।

বেঁচে থাকার জন্যে দৌড়ানোর পর জীবন সায়াহ্নে এসে জনৈক বন্ধু বললেন, "ছেলে মেয়েদেরকে ভালভাবে মানুষ করতে কানাডায় এসেছিলাম। কিন্তু তারা তো মানুষ হয়েছে, আমরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তো সিনিয়ার সিটিজেন বিল্ডিং এ রোগে শোকে জর্জরিত হচ্ছি।" নতুন বা পুরানো প্রজন্মদের মধ্যে এখানে অনেকেই এখন চোখ বেঁধে ছুটে চলেছে। কাল পরীক্ষিত সমস্ত বাঁধন, প্ররচষ্টা, নীতি আদর্শ বিসর্জিত। বিবাহবর্জিত সংসার, দায়িত্বহীন সংসার পালন। নানা রকমের দুর্ঘটনার মধ্যে সংঘাতই সঙ্গীত, অপঘাতই প্রয়াণের পথ। নীতিবোধ না থাকলে মানুষ মানুষে সম্পর্ক হবে পারস্পরিক দংশন। কমিউনিটির মিলনায়তনে যত ধরাধরি, দড়ি টানাটানি।

টরন্টোতে অনেক বছর জীবন যাপন করার পরও রুমা তার স্বামী উজ্বলকে একমুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না। পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছে যে দেশে, সেই আমাদের মাতৃভূমি। অন্য প্রাণীরা বুঝতে পারে না জন্মভূমি কাকে বলে? নারী মরমে মরমে জানে মাতৃভূমি বা প্রিয়তম স্বামী কেমনতরো গভীরভাবে উপলব্ধি করার সাইকোলেজি। তাই টরন্টোর ড্যানফোর্থে আমরা আমাদের প্রয়োজনে মিনি বাংলাদেশ রচনা করে চলেছি। এই উত্তর আমেরিকার মহা জনঅরন্যে আমাদের আগামী প্রজন্ম হারিয়ে যাবার ভয়ে প্রবাসী বাঙালিরা ভীত। তাই আমরা প্রবাসীরা বাসায় ছেলে মেয়েকে নিয়ে যথাসময়ে বাংলাভাষা শেখাই, বাংলা গান গাই এবং ভাল বাংলা সিনেমা দেখি। ধন্য আশা কুহিকীনি প্রবাস জীবনের আতচকাচে আমরা বন্দী। মুগ্ধ আমাদের জীবন নামক ফিনিক্স পাখী, জীবনে মরনে মুগ্ধ সর্বক্ষণ।

(লেখক এস বড়ুয়া, সভাপতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, টরন্টো, বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ও মেডিটেশন মাষ্টার)।